ধারা

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত ।

১৩২২

প্রকাশক—
শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।
"বিরাম," বরিশাল।

মূল্য,—॥০, আট আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল,
সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেস।
১৩নং, শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

দেশ-মান্য,

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

মহাশয়ের শ্রীকর-সরোজেষু।

ভূমিকা

এই পুস্তকে মুদ্রিত কবিতাগুলির অধিকাংশই "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ," "নব্যভারত," "সাহিত্য," "ভারতী," "বিজয়া," "মানসী" প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রে গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কেবল "উপেক্ষিতা," "মাঙ্গলিক" প্রভৃতি ক'একটি কবিতা আমার নিতান্তই অল্প বয়সের লেখা; শুধু বাল্য-রচনার মায়া কাটাইতে না পারায়, নগণ্য হইলেও, সসঙ্কোচে সেগুলিকেও এগ্রন্থে স্থান দিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন।

এ কাব্যের কবিতাগুলির পর্য্যায়-বিন্যাস সম্পর্কে মদীয় পরম প্রীতিভাজন, কল্যাণীয় সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের নিকট হইতে আমি যথেষ্টই সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য, প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম; ইতি।

——দেবকুমার

সূচী

খাতা ১

আবাহন

উদ্ভাসি' এ আঁধাররাশি,
বিমোহি' মহী উদিলে আসি,
দিব্য সুখে সকল শোক হরি' মা !

সুরভি, শ্বেত সরোজদলে
বিকাশি' চারু চরণতলে
অতুল, একি শুভ্র, শুচি-গরিমা !

ঝঙ্কারি' ত্রিতন্ত্রী-তারে,—
সিক্ত করি' শান্তিধারে,
বিপুল প্রেমে পূরিলে যত অভাবে ;

ধারা।

শূন্য হ'ল পুণ্য-ভরা
হাসিল আজি এ মরু-ধরা,
মরিরে মাগো, তোমারি মায়া-প্রভাবে।

বিভেদ-জ্ঞান যা' ছিল কিছু,
—আপন-পর, উচ্চ-নীচু—
মর্ম্ম হ'তে সকলি নিলে মুছিয়ে ;

খণ্ড যাহা আছিল আগে,
আলোক লভি' কি অনুরাগে
আজিকে গেল একের মাঝে ডুবিয়ে।

আজি অবনী কুঞ্জসমা!
শ্যামল শোভা হৃদয়রমা
উচ্ছ্বসিছে সমীর-মোহ-পরশে!

বিটপী 'পরে প্রসূনরাজি
গরবভরে রূপের সাজি
সাজায়ে দেছে বরণময় হরষে!

কুহরে পিক, গগন ভরে'
সে গীতি চলে নৃত্য করে'
নভসে লঘু ঘনের পাল উড়ায়ে,

কুড়ায়ে চ্যুত পত্র-দলে,
মত্ত বায়ু বহিয়া চলে
জগতীতলে যতেক তাপ জুড়ায়ে।

আজি এ ধরা উঠেছে মেতে',
পদ্মাসন দিয়েছে পেতে',—
বস' মা সেহি হৃদয়াসনে আপনি ;

লহ এ পূজা-অর্ঘ্যভারে,
ভকতি-পূত এ সাধনারে
সফল কর করুণাময়ী জননি !

মাঙ্গলিক

যদিবা তুচ্ছ হই আমি অতি
হে জননি, তাহে নাহি কোন ক্ষতি,—
তুমি যদি শুধু মোরে লহ তুলি'
পদ-মূল হ'তে; কখনো বা ভুলি'
বারেকের তরে মম শির'পরে
রাখিয়া তোমার কল্যাণ-করে,
স্নেহ-করুণার রাজীব নয়ন
মেলি' মোর পানে, অভয় বচন
কহ দয়াময়ি!—তখনি পুলক
জাগিবে জীবনে। ভুলি' দুখ-শোক
তখনি ব্যর্থ-জীবনে আমার
ক্ষীণ হৃদি-তারে শত ঝঙ্কার
উঠিবে।

ভারতি, সে শুভ-লগনে
হ'ব ত্রিতন্ত্রী তোমারি চরণে।

ভিক্ষা

কত দোষ করিয়াছি মাগো, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে ;
কত পাপ করিয়াছি মনে, কেহ নাহি জানে !
তোমারে কভু না চাই ! তবু, মাতৃ-স্তন্যপায়ী
শিশুরি মতন,
আমার সকলি মাগো, করিয়া মার্জ্জনা অনুক্ষণ
পিয়াইছ সুধাধারা ! মা জননি, তোমা ছাড়া
আর কেবা আছে মোর, যাব কোন্ খানে ?
দয়া ক'রে কোলে কর অধম সন্তানে !
আমারে তোমারি বলে' বুকে লও তুলি,'
আমি যে তোমারি—অঙ্গে থাকুক না ধূলি !
তুমি মা আমারি ! মাগো চরণ-রেণুরে
রেখো পায়ে,—এই ভিক্ষা, ফেলিও না দূরে !

আঁধারে

(১)

সারাদিন গৃহ-কোণে মগ্ন হ'য়ে স্বার্থচিন্তামাঝে,
সংরত ছিলাম শুধু সংসারের শত মিথ্যাকাজে।
সন্ধ্যা যবে ঘনাইয়া এল ধীরে, চমকি' তখন
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি', কর্ম্মক্লান্ত, অবসন্ন দেহে,
অন্ধকারে গৃহ-ছাদে একা আসি' করিনু শয়ন।—
তিমিরে আচ্ছন্ন চারিধার!
ঊর্দ্ধে দেখিলাম চে'য়ে—
অনন্ত অম্বর-পটে কি বিরাট প্রশান্ত মহিমা;
সংখ্যাহীন তারারাজি দীপ্যমান্ একি দিব্য তেজে!
কি মহান্ এই দৃশ্য! বিস্ময়ের নাহি আর সীমা!
এহি দীন স্বার্থ-লিপ্সু, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, মূঢ় হৃদয়ে যে
এল আজি অসীমের অনুপম অমৃত-সংবাদ!
শিহরিয়া উঠিলাম লভি' এহি শুভ আশীর্ব্বাদ!

(২)

এত লোক নিখিল-নিলয়ে ? এত দীর্ঘ জীবনের গতি ?
এ কি টানে, কা'র পানে ছুটাইছে অদৃষ্ট-নিয়তি
এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে ? তবু কেন বৃথা অবিরাম
তুচ্ছ সুখ-লোভে সদা কাঁদে অন্ধ মানবের হিয়া ?
তবে কেন পরস্পরে করে সবে সতত সংগ্রাম
রুধির-রঞ্জিত করি' ধরাতলে লক্ষ্য বিস্মরিয়া ?
আছে যদি এ আশার—এ প্রেমের আরো পরিণতি,
কেন তবে এ জগতে এত দ্বন্দ্ব, এত হিংসা-দ্বেষ ?
কেন মিথ্যা হাহাকার, কেন মিথ্যা হেন অধোগতি ?

* * *

দেহ আজি জ্যোতির্ম্ময়, এ ভ্রান্তি-তিমির অপসারি'—
পুণ্যপূর্ণ হোক পৃথ্বী, নন্দিত হউক নর-নারী !

অনাথা

(১)

উহারে বারেক তোরা কাছে নে রে ডাকি'
ললাটে বুলা'য়ে কর দুটো কথা বল্ ;
অবসন্ন দেহ মন, বড়ই একাকী,—
দয়া ক'রে মুছে দে না ও আঁখির জল !
'ছল্ ছল্,' অসহায় ও নয়ন'পরে
ক্ষণেক চাহিয়া দেখ্ কত কাতরতা !
পাংশু ওষ্ঠপুট দু'টি কাঁপে 'থরথরে',
শুধালেও সরে না যে আহা দুটো কথা !
বুকে ওর স্তন্যপায়ী শীর্ণ শিশুটিরে
বারেক তুলিয়া নে না নিজেদের বুকে ;
কিছুই চাহে না ও যে, শুধু ফিরে' ফিরে'
চাহিছে তোদের পানে মৌন শুষ্কমুখে।
'আলুথালু' রুক্ষ কেশ জটা হ'য়ে আছে,
শতছিন্ন বস্ত্রখানি অঙ্গ নাহি ঢাকে,
দু'পা যেতে চাহে ফিরে, শঙ্কা-ভয়ে,—পাছে
কেহ করে অপমান, কটু কহে তা'কে !

(২)

কাল ঠিক এইখানে, ওই গৃহদ্বারে
বুঝি রে দুঃসহ দুখে, জঠর-জ্বালায়
বারেক সে ব'লেছিল—"আর পারি না রে
কে আছ গো, দয়া কর প্রাণ বুঝি যায়!"
না ফুরাতে সে করুণ ক্ষীণ আর্ত্তধ্বনি,
কে যেন ভিতর হ'তে উঠিল গর্জ্জিয়া—
"দূর্ দূর্ হতভাগী"! নীরবে অমনি
পলায়ে আসিতে দীনা পড়িল মূর্চ্ছিয়া!
তখন মার্ত্তণ্ডতাপে মুহ্যমান মহী,
প্রাণহীন নগরীর পাষাণ পঞ্জর,
পিপাসায় শুষ্কতালু, ওঠে রহি' রহি'
শুধু এক বায়সের ভগ্ন কণ্ঠস্বর!
যাতনায় যেন সবি' প'ড়েছে এলায়ে,
গগনে তখন শুধু জ্বলিছে তপন,
হেনকালে নিরাশার নিদারুণ ঘা'এ
জননী আমার ওই বিলুপ্তচেতন!

(৩)

সেই দ্বিপ্রহর হ'তে এতক্ষণ ধরে'
অমনি সে পথপাশে আছিল পড়িয়া ;
এই শুধু লভি' জ্ঞান, শঙ্কিত-অন্তরে
শিশুটিরে বুকে চাপি' কাঁদে গুমরিয়া !
কেহ তা'রে না জিগায় একটিও কথা,
ক্ষণেক সে মুখপানে কেহ নাহি দেখে !
ওরে তোরা এগিয়ে যা',— একটু মমতা
দেখা, দেখা দয়া ক'রে ক্ষণতরে একে !
একমুঠো অন্ন ওর মুখে তুলে' ধর্—
এ ধরা হ'বে রে ধন্য সে পুণ্য-প্রভাবে ;
মুছিয়ে দে আঁখি-ধারা, মর্ত্ত্য-চরাচর
নিমেষে সে শুভস্পর্শে স্বর্গ হ'য়ে যা'বে !

উপেক্ষিতা *

ভাই-বোনে খেলা করে ছোট শিশু দু'টি।
পাঠশালে পড়ে ভাই, আজি তার ছুটি ;
তাই, সে তাহার ছোট ভগিনীর সনে
খেলিছে পুতুল-খেলা হরষিত মনে।
ছেলেটি বছর দশ, মেয়েটি তাহার
ছোট সখী ও ভগিনী ; এত অত্যাচার
বালকের, আর কেহ এখন নীরবে
নাহি সহে। তাই, খোকা তুচ্ছ করি' সবে
আর যত সঙ্গীদের, অবকাশকালে
খেলিত বোনেরি সনে।
আজো এ সকালে,
এই স্বচ্ছ শরতের নির্ম্মল প্রভাতে
খেলিছে পুতুল ল'য়ে ভগিনীরি সাথে।
ভগিনী তাহার ছোট এক বছরের,
বিমাতার কন্যা শিশু ; কিন্তু সংসারের

* লেখকের পঞ্চদশ বর্ষে রচিত।

ঘৃণিত বিদ্বেষ-বিষ তখনো বালকে
বিন্দু জীর্ণ করে নাই। তাই, তা'র চোকে
আজো তা'র একমাত্র স্নেহের সঙ্গিনী
এই ক্ষুদ্র বালিকাটি। করে নিশিদিনি
অবকাশ লভিলেই তা'র সঙ্গে খেলা।
তেমনি এ নিষ্কলঙ্ক প্রভাতের বেলা
খেলা করিতেছে আজি দু'টি ভাই-বোনে,
পুতুলের বিয়ে নিয়ে বিব্রত দু'জনে।
ছেলেটি বছর নয়, ভগিনীটি তার
যোগ্য জুড়ি,—সবে আট হইয়াছে পার।

পুতুলের বিয়ে দিতে মেতেছে দোঁহায়।
বালকের পুত্র বর, ছেঁড়া ন্যাকড়ায়
—যতদূর পারে—তা'রে তাই এত করে'
সাজাইছে সযতনে এতক্ষণ ধরে'।
মেয়েটিও ক'নেটিরে ছিন্ন রেশমের
টুক্‌রাটি পরাইয়া, ঠিক বিবাহের

যোগ্যরূপে বিভূষিছে পুঁতির মালায় ;
ওদিকে রশুনচৌকী নিজেই বাজায়
পুঁ পুঁ করি নিজ মুখে। "বিবাহ এখনি
দিতে হ'বে"—দাবী করে' বসিল যেমনি
বরকর্ত্তা সে বালক, অমনি সে নারী
আপত্তি জানাল ; বলে—"তা' কি করে' পারি ?—
আগে ভাই, সাজ হোক!" বালক সে কথা
শুনিয়াই গেল চটি,' সহসা অযথা
রুক্ষকেশী ভগিনীর চুল টানি' কহে—
"কি বলিলি ?" ভাব এই—যেন নাহি সহে
তোর এই স্পর্দ্ধাবাণী ; জাননা কি মোরে ?
আমি বরকর্ত্তা, আর আমার ভিতরে
আছে পুরুষের বল! বালিকা তখন
মধুরবচনে কহে—"তা' বলে' অমন
রাগ কর কেন দাদা ? তোমারো বরের
চতুর্দ্দোলা ঠিক কর! আমার ক'নের

ততক্ষণে সজ্জা শেষ হ'বে।" শুনি' বাণী
তখনি বালক তা'র ছোট মুখখানি
নিজের মুখের পানে তুলে' ধরে' বলে—
"ব্যথা তো লাগেনি বিভা"? কতক্ষণ চলে
বোনের উপরে আর এ হেন বিরাগ?
শৈশবে সরলমনে নাহি পড়ে দাগ।
অকারণ হাসি তাহে, অকারণ দুখ,
শিশুর শোভাই এই সরলতাটুক।
বিভা সে বোনের নাম। বিভা হাসি' মরে—
দাদার উপরে কভু কেহ রাগ করে!
কি সুন্দর দৃশ্য মরি!
পুনঃ, অতঃপর
উভয়ের সন্ধি-অন্তে, বিবাহের বর
কল্পনা বিমানে চড়ি'—চতুর্দ্দোলা-যানে
চলিল সদলবলে বধূ-গৃহ পানে,
বরকর্ত্তা মুখস্ফূর্ত্ত নানা বাদ্যসহ

নাচিতে নাচিতে, অতি প্রচণ্ড দুঃসহ,
প্রমত্ত আগ্রহভরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া !

*　　*

যথাকালে শুভলগ্নে হ'য়ে গেল বিয়া।

বিবাহ সম্পন্ন হ'লে বরযাত্রীদল
করিল আহার সুখে চতুর্ব্বর্গ ফল—
একটি নিম্বের বীচি, দু'টি ছোট কুল,
দুইটি দাড়িম্ব-দানা ! এতেক অতুল
আহারের আয়োজন কে বল কোথায়
দেখিয়াছে বিবাহেতে ? বল, কোথা পায়
অনেকে এমন খাদ্য পরম, প্রচুর ?
আহারান্তে, মুখ দেখি' নূতন বধূর
বরযাত্রী যে যাহার গৃহে গেল চলে'
তখন ভগিনী ধীরে জিজ্ঞাসে—"সকলে
বউ দেখে' কি বলিল দাদা ?" পুনঃ ভ্রাতা
জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—"আমি তোর মাথা !

আমি 'দাদা' বুঝি এবে ? আমি যে এখনি
বরকর্ত্তা, আর তুই ক'নের জননী।"
সে কথা শুনিয়া, জিহ্বা করিয়া দংশন,
ভ্রমকৃত ত্রুটি তা'র করি' সংশোধন,
ক্ষমার্থীর মত বিভা বলিল ভ্রাতারে—
"ভুলে' গেছি। ও বেহাই, ক্ষম গো আমারে,
বল না—কি বলে' গেল বরযাত্রী যত ?
বউটি হ'য়েছে তো সবারি মনোমত ?
পেট ভরে' সবে খুব পেয়েছে তো খে'তে ?
বল না গো !" কহে ভ্রাতা—"হাঁ, এ বিবাহেতে
হয়েছে সবাই সুখী ; তবে, সবে কহে
কি তা' জান ? বলে সবে, বউ তব নহে
সুন্দরী তেমন। তবে কহে তাও—এই
সাজাতে তোমার মত বিশ্বে কেউ নেই।
সত্যই সাজায়েছিলে বউটিরে ভালো।
বউটিও খুবি লক্ষ্মী ; তবে যা সে কালো।

তা' সে তুমি কি করিবে" ? এই বলে' ধীরে
ঘাড় নাড়ি চেয়ে দেখে ছোট বোনটিরে।
বিভা হাসি' গর্ব্বভরে বলে মৃদু—"তবে
এ বিবাহে খুসি তবে বরযাত্রী সবে !"
ক্রমে কথা বেড়ে' ওঠে। কথায় কথায়
"মেয়ে হওয়া মজা" কহে বেহাই মশায় ;
কারণ, মেয়ে তো শুধু গৃহে বসে' থাকে,
—পাঠশালে যেতে কেহ বকেনাক তা'কে।
ঘরে বসে' করে খেলা আপনার মনে,
করে না তাড়না তাহে কভু গুরুজনে !
মেয়েদের কত মজা ! পোড়া-ছাই এই—
পুরুষ হওয়ার চেয়ে জ্বালা আর নেই।
শুনিয়া এ কথা, বিভা ভ্রাতৃমুখে চাহি'
রহিল অনেকক্ষণ—মুখে বাক্য নাহি !
চাহিয়া রহিল শুধু নীরব বিস্ময়ে,
ভাবিতেছে মনে যেন—দাদা একি কয় !

দাদা তার কত জ্ঞানী, পাঠশালে পড়ে,
সে দাদার এই কথা—মেয়ে হ'লে পরে
সুখী হ'ত দাদা মোর!
যেন ক্ষুদ্র নারী
এই কথা ভাবি', ধীরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি',
অপূর্ব্ব মহিমাভরে, গম্ভীর বদনে
কহিতে লাগিল মৃদু যেন অন্যমনে—
"মেয়ে হওয়া ভালো দাদা? দেখো, মেয়ে হওয়া
বড় কষ্ট! একবেলা শুধু তার খাওয়া!
সবে করে "দূর দূর"! কেহ তা'রে যেন
দেখিতে পারে না। দেখো—তা না হ'লে কেন
মাছ খেতে চাহিতে, মা কহিলেন মোরে—
"ও তোর যে খেতে নেই! হা অভাগী, তোরে
কেমনে বুঝাই, তুই কত দুঃখী!" বলে'
মা মোর উঠিল কাঁদি; তাঁহারে সকলে

কাঁদিতে করিল মানা। বলে—'ওর লাগি
কেন মিছে কাঁদ তুমি? ও যে গো অভাগী!
জন্মেছিল শুধু দুঃখু দিতে!' ধীরে মা'ই
কহিল তখন—'তোর মাছ খেতে নাই,
তুই যে বিধবা, ওরে তুই যে রে মেয়ে!'
বলিতে এসব কথা আঁখি দু'টি ছে'য়ে
বিভার আসিল জল, নীরবিল বালা!
বলিল আবার—"দাদা, মেয়ে হওয়া জ্বালা!
তুমি মেয়ে হোয়োনা ক! কিন্তু, দাদা, কবে
কি ক'রেছি আমি ভাই, যার তরে সবে
এত কষ্ট দেয় মোরে? দু'বার তো খায়
আরো সব কত মেয়ে? তাহারা তো গায়ে
কত অলঙ্কার পরে, আমাকে কেবল
পরিতে দেয় না কেহ; বলে—'ও সকল
তোর মত মেয়ের কি পরা কভু সাজে?
তুই যে বিধবা!' কোথা ঈশ্বর কে আছে,

তাঁ'রি কাছে কহে সবে করিতে প্রার্থনা,
যেন তিনি পরজন্মে আমাকে গহনা
পরান সবার মত। আমি দাদা, কবে
এমন কি করিয়াছি, যার তরে সবে
এত দুঃখু দেয় মোরে? আরো ছোট মেয়ে
কত আছে,—তাদের ও দু'টি হাত ছেয়ে
কত না গহনা দেখ! আর আমি ভাই,
কি করেছি? যার তরে মোর কিছু নাই?
সবাই আমাকে কেন ভালবাসেনা ক?
তাই বলি—দাদা, তুমি এমনিই থাকো,—
মেয়ে হওয়া ভালো নয়।"

শুনিয়া এ বাণী,
বালক কাঁদিয়া উঠি' বক্ষে নিল টানি'
তা'র ছোট বোনটিরে। দু'জনেই কাঁদে
এই দিব্য শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে।
অম্লান, প্রসন্ন, শ্যাম, উন্মুক্ত আকাশ!

শুধু ওঠে এ সংসারে হু'টি দীর্ঘশ্বাস
এই ক্ষুদ্র গৃহ-প্রান্তে !
                                        কাঁদে ভাই-বোন !
কে বুঝে বিধির ইচ্ছা,—এ লীলা কেমন !

চেতনা

এই তো জীবন; আহা, এই তো পরম পরিণতি?—
দু'দণ্ডের আলো শুধু! ক্ষণপরে এ জীবন-জ্যোতি
সহসা ডুবিয়া যায় ঘন অন্ধকারে! তারপর,
পঞ্চভূতে লীন হয় এই দৃপ্ত, দেহ বিনশ্বর!
তবে আর কেন মিছে,—কেন এই ক্ষিপ্ত কোলাহল?
কেন তবে এত হিংসা, এই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব,—এ সকল
জীবনের অনর্থ বিক্ষেপ? শুধু কেন সবে হায়,
আনন্দে সম্পূর্ণ রহি', নিরন্তর নাহি হাসে, গায়,—
ভালবাসে পরস্পরে প্রাণ ভরি'? আত্মপর ভুলি,'
কেন নাহি স্নেহে প্রেমে করে নিত্য শুধু কোলাকুলি?
অমৃত-পাথারে সদা কেন নাহি হিয়া মজি'রয়?
কেন নাহি করে সবে মন-প্রাণ অনন্তে বিলয়?
হের—বিশ্বে প্রাণেশের উচ্ছ্বসিছে আকুল আহ্বান!
আপনা বিস্মরি' তাহে ভেসে' চল,—কর যোগদান!

আশ্বাস *

মৃত্যু ! এরে ডরি মোরা ? একি সত্য ? নহে,তাহা নহে।
তা'হ'লে কি তা'রি বক্ষে নিরুদ্বেগে সবে শুয়ে রহে ?
সে যে নিত্য আপনার, সেই যে রে একান্ত আপন ;
মরণেরি বুকে মোরা ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মতন,—
এই আছি, এই নাই ! যারে বড় ভাবি আপনার,
—সে যে বড় অসহায়,—মিশে যায় স্পন্দনে তাহার !
বহে' যায় কৃষ্ণ সিন্ধু,—আঁধারের অনন্ত আধার !
ফুটি' উঠি' ডুবে' যাই। মহাকাল গর্জ্জে অনিবার !

(২)

ওই দূরে দেখা যায়—সে অদম্য, উন্মাদ নর্ত্তন,
রুধিরের রক্ত বন্যা 'টলমল' করে আস্ফালন !
ভীম আর্ত্তনাদ—যেন পিনাকের সম সুগম্ভীর,
রক্তিম জলদপুঞ্জ ভ্রূকুটি ও কিগো ধূর্জ্জটির ?

* বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ-উপলক্ষে

মহাকাল প্রলয়ের ধ্বংসরূপ আজি সমুত্থিত,
কোন্ মহালক্ষ্যে আজি চলে সৃষ্টি অদৃষ্ট, অজ্ঞাত,
—কিছুই না বুঝা যায়! শুধুই এ দিশাহারা মন
ভয়ার্ত্ত, বিস্মিত, স্তব্ধ,—প্রতীক্ষিয়া আছে সেই ক্ষণ
যবে ভয়াবহ এহি ধ্বংসরূপে করি' সংহরণ
প্রসন্ন, প্রশান্ত, সৌম্য শান্তি আসি' ভরিবে ভুবন।

(৩)

কেন হেন হানাহানি? দ্বেষাদ্বেষি কেন হেন হায়?
কৃষ্ণ মেঘরাশিসম স্তরে স্তরে ও কি উড়ে' যায়—
সংখ্যাহীন প্রাণপুঞ্জ ব্যাপি' স্বচ্ছ, নীল নভস্তল,
সিক্ত করি' রক্তধারে এ ধরার শ্যামল অঞ্চল!
চারিধারে বার বার হাহাকার উঠিতেছে ভরি'!
সর্ব্বগ্রাসী এ কি নেশা, দুর্নিবার তৃষা ভয়ঙ্করী?
কি যে চাহে, নাহি জানে; মানে শুধু মরণ-আহ্বান!—
লঘু করে গুরুভার এ ধরার তরী মজ্জমান।

কি যে লক্ষ্য, কি উদ্দেশ্য, সে ভাবনা ভাবিয়া কি ফল ?
ডাক শুনে' এবে সবে আত্মহারা, অধীর, চঞ্চল,
ধেয়ে' যায় রঙ্গভূমে—ধূমে ধূমে আচ্ছন্ন যেথায়
যে তমিস্রা অন্তস্তলে কি যে আছে বুঝাও না যায় !
অন্ধকারে একাকারে কেহ কা'রে চিনিতেও নারে ;
নিবিড় রহস্য যেথা ঘিরি' আছে চির-স্তব্ধতারে !
প্রমত্ত গর্জ্জনে ক্ষুব্ধ শিহরিছে কাল-পারাবার,
বিম্বসম সেই বক্ষে মিশে জীব নিত্য নির্ব্বিচার।
এই যে বিপুল সিন্ধু উদ্বেলিত করিলে রাজন্,
নিহিত রহস্য কিবা, কি উদ্দেশ্য আছে সংগোপন,
বুঝিবার শক্তি নাহি। এ কি ভীম উন্মাদ, উদ্দাম,
অনন্ত, অদম্য রঙ্গ ! এ লীলার কোথা পরিণাম !
বিশ্বভূপ, রুদ্ররূপ কেন হেন বিকাশিলে হায়,—
কোন্ পাপে পদ-দাপে আজি কাঁপে মর্ত্ত্য অসহায় !
তাণ্ডব নর্ত্তনে তব, 'থর থর' বিকম্পিত ক্ষিতি,
অতৃপ্ত তৃষায় তা'র ত্রাসভরে শুষ্ক-তালু নিতি !

শোণিতের স্রোতোধারে সে তৃষার নাহি অবসান,
সযত্নে রচিত তব এ কুঞ্জ যে হইল শ্মশান!

(৪)

এত ক'রে যা'র তরে আপনারে করিলে বিস্তার,
যা'র প্রতি অণুতলে স্ফূর্ত্ত তব দীপ্তি মহিমার,
কত গৃহ-লোকালয়, কত হর্ম্ম্য, কত কীর্ত্তিপণা,
কত গিরি, উপবন, নির্ঝরিণী-নদী অগণনা,
কত রূপে, কত ভাবে, কত শত সৌন্দর্য্যের মাঝে
যে আধারে চারিধারে হে সুন্দর, তব স্মৃতি রাজে,
সেই বড় আদরের মরতের একি দশা হেরি—
বক্ষোমাঝে 'থই থই' নৃত্য করে বন্যা রুধিরেরি!
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আসি' ধ্বংসে সেই পার্থিব বিলাস,
মায়া-যবনিকা যত ছিন্ন হ'য়ে পড়ে চারিপাশ,
সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সনে সুখে যা'রা বেঁধেছিল ঘর,
চেয়েছিল দলিবারে যা'রা এহি বিশ্ব-চরাচর,

কাঞ্চন-রজত-চক্রে চালাইয়া মাৎসর্য্য-শকট
ভেবেছিল যা'রা যা'বে উল্লঙ্ঘিয়া এ ভব-সঙ্কট,
আজি সেই ভ্রান্তজনে ভুলাইয়া সোনার স্বপনে,
স্বার্থ-সহচর এবে বক্ষ-রক্ত শোষে প্রতিক্ষণে।
দুর্নিবার হাহাকার ওঠে নিত্য আলোড়ি' অম্বর,
সংক্ষুব্ধ শোণিত-সিন্ধু শিহরিয়া বহে ভয়ঙ্কর।

(৫)

হে সত্য-সুন্দর-শিব, হে অনাদি, সৃষ্টির কারণ,
হে চির-নির্ভর, প্রভু, হে বিধাতঃ, পতিতপাবন,
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ আসি' সর্ব্বনাশী দুরন্ত ক্ষুধায়
যবে তব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুজেরে গ্রাসিবারে চায়,
সত্য-প্রেম-পবিত্রতা, ভক্তি কিংবা বিশ্বাসে যখন
পার্থিব প্রতিষ্ঠা-মোহ ক্রমে ক্রমে করে আচ্ছাদন,
আত্মপর-ভেদ যবে জীবনের বেদ হ'য়ে ওঠে,
এ ভব-মন্দিরে যবে চিহ্ন তব নাহি রহে মোটে,

প্রলোভন-প্রবঞ্চনা-মিথ্যাচার-বিদ্বেষ-হিংসায়
দুর্ল্লভ জীবন যবে ভরে' ওঠে কাণায় কাণায়,
তখন—তখন তুমি হে শঙ্কর, সংহারের রূপে
মরণের মাঝে ধীরে মঙ্গলে ফুটাও চুপে চুপে !

(৬)

মৃত্যু ? সে তো শেষ নহে ! সে যে শুধু পট-বিক্ষেপণ,
মৃত্যু-পদক্ষেপে চলে নিত্য এহি অনন্ত জীবন ;
নিরবধি মহাকাল-ব্যবধানে হেন নিশিদিন
মরণ-স্পন্দনে বহে এ জীবন বিরাম-বিহীন।
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, এত হত্যা করি' ভগবান্,
এ মোহান্ধ পাপী-জনে পুনর্জ্জন্ম করিছ কি দান ?
দিয়া গেছ যে আশ্বাস—সদা ধর্ম্ম-সংস্থাপন তরে
হে দয়াল, তব দৃষ্টি চিরদিন রহে ধরা'পরে।
ইচ্ছাময়, বলে' গেছ—পুনঃ তুমি দেখা দিবে আসি'
যবে পাপে পূর্ণ পৃথ্বী, স্বার্থপঙ্কে মগ্ন, অবিশ্বাসী।

আসিল সে শুভক্ষণ যদি নাথ, তবে কেন আর
এ দারুণ তৃষা পূর্ণ করিলে না মৌন ভরসার ?
তোমারি আশ্বাসে ওগো প্রিয়তম, প্রভু, প্রাণেশ্বর,
সান্ত্বনার মায়া-মোহে বড় আশে বেঁধেছি অন্তর !
ধ্বংসের এ ভয়ঙ্কর পিণাকের শুনিয়া গর্জ্জন,
সাগ্রহ কম্পিত-প্রাণে, কায়-মনে মেলেছি নয়ন !
এত যদি আয়োজন, দিলে যদি এতই আভাস,
কেন তবে প্রেমময়, পূর্ণ নাহি করিছ আশ্বাস ?
সে আশ্বাস-আশে আজি নেত্রে মম বাষ্প ছেয়ে' আসে,
বক্ষ মম ফুলে' ফুলে' দুলে' দুলে' ওঠে দীর্ঘশ্বাসে !

শরৎ-প্রভাতে।

(১)

প্রস্ফুট সোণার পদ্ম সম শরতের সুধাময়ী ঊষা
নীলাম্বর-সরোবরে, মরি, উঠিছে ফুটিয়া অকলুষা!
বিলাসিছে চারিধারে অভিরাম, দিব্য, শ্যাম শোভা;
ঝলিছে প্রকৃতি-কণ্ঠে শিশির মালিকা মনোলোভা।
'ঝির্ ঝির্', শ্রান্তিহরা বহে ধীর, সুগন্ধ সমীর;
হরষের শিহরণে কি রোমাঞ্চ আজি প্রকৃতির!
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিছে পাপিয়ার উদাত্ত আহ্বান;
তা'রি মাঝে ভেসে' আসে জননীর আগমনী-তান!

(২)

পরিপূর্ণ লাবণ্যের পুণ্য এহি স্বচ্ছ সরোবরে
স্নান করি' আজি মোর এ অন্তরে আনন্দ না ধরে!
ওরে, তোরা থাম্ থাম্! একবার দেখ্ শুধু চাহি'—
দুলিছে কি সুধা-সিন্ধু! আনন্দের এ যে সীমা নাহি!
তোরা মোরে ছেড়ে দে রে; আজি আমি করি শুধু পান
এই গীতি, গন্ধ, হাসি,—এ মাধুরী পূরিয়া পরাণ!

অন্ধ-আবেগ

গাইতে গিয়ে সুরটিরে যাই ভুলি' !
চিন্‌তে লক্ষ্য নয়ন যখন খুলি,
চার্‌দিকেতে আঁধার-করা ধূলি
লাগায় ধাঁধাঁ, তাইতে মুদি আঁখি

(২)

ভাবনারে যাই ভুলে' ভাব্‌তে গেলে ;
চ'ল্‌তে গিয়ে দাঁড়াই চরণ ফেলে' ;
ঘুমুতে চাই যখন, আঁখি মেলে'
কেমন যেন অবাক্ হ'য়েই থাকি ।

(৩)

সত্য বলে' জড়িয়ে ধরি যা'রে,—
স্বপ্নসম মিলায় আঁধিয়ারে !
মায়ার মোহে পথটি বারে বারে
এম্‌নি ক'রেই হারিয়ে ফেলি তা'ই

(৪)

কাঁদ্‌তে চাহি, কান্না নাহি আসে ;
বুকটা ভরা কেবল দীর্ঘশ্বাসে !
জীবন-পথে শুধুই আশে পাশে
সংখ্যাবিহীন বাধাই দেখ্‌তে পাই

(৫)

হায় রে, এমন আপ্‌না-ভোলা প্রাণে,
কোথায় যেতে যা'ব যে কোন্‌খানে,
কেমন ক'রে কইব ? কেই বা জানে
কোথায় গেলে শান্ত হ'বে মন !

(৬)

ভুলকে যতই রাখ্‌তে চাহি দূরে,
ততই যে তার মাঝেই মরি ঘুরে' ;
ভ্রান্তি-দ্বিধা-পূর্ণ মরমপুরে
শুনি তবু কিসের আবাহন ?

প্রভাতে *

আছ্‌ড়ে পড়ে' পাথার আমার
লুটায় কোলের কাছে,
হাস্তে-রচা ফেনার মালা
দুলিয়ে বুকের মাঝে।

হিরণ ঊষা কনক-ভূষা
ঢাল্‌ছে জগৎ ব্যেপে'!
পাল ফুলিয়ে মনের তরী
ছুট্‌ল কোথায় কেঁপে?

স্নিগ্ধ, মধুর বইছে বাতাস।
স্বচ্ছ গগনগায়ে
সকল ফেলে' মন্‌ রে আমার
কোথায় ভেসে' যায়!

* পাথার-প্রান্তে।

ধারা।

হৃদয় আমার উছ্‌লে ছোটে
অকূল নীলিমায়।
আপ্‌না ভুলে' আজ যেন সে
কোথায় যেতে চায়!

আজ এ সুখের পাইনে সীমা,
—আপ্‌নাহারা আমি!
অমল উষায় অসীম আশায়
পরাণ অকূলগামী!

নিরুদ্দেশ।

(১)

প্রান্তর হ'তে একে একে গাভীগুলি
পৃষ্ঠে বুলায়ে পুচ্ছ, উড়ায়ে ধূলি,
মন্থর-পদে গোয়ালে আইয়া ফিরে',
লেহিছে আলসে কান্ত বৎসটিরে।

তপন তখন পশ্চিমে গেছে ডুবে'।
পাণ্ডু-চন্দ্র ফুটিতে চাহিছে পূবে।
ভরিয়া গিয়াছে রঙ্গীণ রশ্মি লেগে'
অম্বরতল উজ্জল খণ্ডমেঘে।

সন্ধ্যা-আঁধারে কুহেলীর কালিমাথা
মন্দ পবনে কাঁপিছে পাদপ-শাখা ;—
নিবিড় তিমির সাপটি' বিরাট্‌ ডানা
যেন বার বার আলোরে দিতেছে হানা !

ধাক্কা

বেদনা-বিবশ, স্তব্ধ, মৌন সাঁঝে
একা পড়ে' আছি শূন্য কক্ষমাঝে।
বিহ্বল-করা শ্রান্তি ও অবসাদে
গুষ্ঠিত হ'য়ে গুমরি' এ হিয়া কাঁদে!

মুক্ত করিয়া ধীরে বাতায়নখানি,
তাপিত এ ভাল থুইনু তথায় আনি'।
গগনে চাহিয়া দেখিনু—বর্ণরাশি
আঁধার-দৈত্য ধীরে ধীরে ফেলে গ্রাসি'!

হেনকালে ওই—কেরে তুই ছোট পাখি,
ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে' যাস্ ডাকি' ডাকি'?
একা, একা, একা, এ ঘোর আঁধার ঠেলি'
কোথা যাস্ ওরে ক্ষুদ্র পক্ষ মেলি'?

ওরে পাখি, ওরে অসহায় ছোট পাখি,
কুলায় যে তোর কোথায় জানিস্ না কি?
এ ঘন তমেরে ওদুটি পক্ষ দিয়ে
আলোড়ি' এমন, কোথায় পড়িবি গিয়ে!

ওরে, তুই আর এখন যাবিরে কোথা?
(মরি, ওই বুকে একি তোর আকুলতা!)
মূর্চ্ছিত হ'য়ে মহাক্লান্তির ভরে
উলটি' পড়িবি যখন পাথার'পরে,
কে তোরে তখন বাঁচাবে বক্ষে তুলি'?
—থাম্ থাম্! আহা যাস্‌নি রে পথ ভুলি'

(২)

ছুটে যায় তবু। কহিনু তাহারে হাঁকি'—
কোথা যাবি আর অসীমের পোষা পাখী?
আঁধার মথিয়া কোথায় যাস্ রে চলি'?
থাম্, থাম্; ওরে শোন্ দুটা কথা বলি!

চলে' গেল ; মরি—মিলাল তিমিরতলে !
ধাইনু তাহার উদ্দেশে আঁখিজলে ।
আঁধারে বারেক শুনিনু মাঠের' পরে
দূরে—অতি দূরে ক্ষীণতর সেই স্বরে !

(৩)

আঁধারের ভাষা উঠিল তখনি ফুটে',
জলদ-মন্দ্রে জলধি গর্জ্জি' উঠে !
বুঝিলাম। হায়, এ জীবনো অসহায়
এমনি তো ধীরে তিমিরে মিলায়ে যায় !

বর্ষা-নিশীথে *

অম্বর আচ্ছন্ন করি', ভীম-কৃষ্ণ নীরদ বিহরে ;
বিদ্যুৎ পিঙ্গল-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে উঠে শিহরিয়া ;
প্রবল গর্জ্জনে ক্ষুব্ধ, মুহুর্মুহু বজ্র কড়কড়ে,
তীব্রবেগে বৃষ্টিধারা ধরা-বক্ষে পড়িছে ঝরিয়া !
বহে মত্ত প্রভঞ্জন ! হের—দৃপ্ত, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে,
রোষ-স্ফীত বক্ষে ঐ অম্বুনিধি উঠিছে আস্ফালি' ।
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ধরিত্রীরে বিহ্বলিয়া ত্রাসে,
—এ আঁধারে বক্ষোমাঝে সর্প-গতি অগ্নিশিখা জ্বালি',—
'খল খল' অট্টহাস্য করি' ওই পড়ে আছাড়িয়া
প্রলয়ের অগ্রদূতসম আজি আকুল আগ্রহে !
চরাচর 'থর-থর' কাঁপিতেছে ; মম নেত্র দিয়া
মহান্ সম্ভ্রমভরে বিস্ময়ের বাষ্পধারা বহে !
বিরাট আনন্দে, একা, হেরিতেছি স্পন্দিত-হৃদয়,—
অসীমের ভয়ঙ্কর রঙ্গলীলা সারা বিশ্বময় !

* পাথার-প্রান্তে।

বর্ষণ-গান

ঘন বরষা-নিবিড় বিজনে—
আজি তৃপ্ত হ'ল রে তপ্ত-মেদিনী
আকুল প্রণয়-প্লাবনে।
চাহে—বিগলিতপ্রেমে অন্তরো মম
অন্তরতম মিলনে।

শুধু ঝরিছে করুণা-ধারা রে!
হ'ল সজল, পাগল, উতলা সমীরে
চিত্ত চেতনাহারারে!

অজানার টানে, তন্দ্রা-মগন,
বিরাট পাথারে ভেসে চলে মন!
ঝরে':পড়ে মেঘ আলয়ে আপন
—অসীম সিন্ধু-বুকে,
একি ধারা-রোমাঞ্চ সুখে!

ওরে, কিসের লাগিয়া চ'লেছি ভাসিয়া,
কে জানে লভিতে কি ধনে !
এই, চেয়ে-থাকা মোর জীবনে
আজি জুড়াইয়া যায় যতেক যাতনা
বরষা-নিবিড় বিজনে !

বর্ষাভাস *

(১)

আকাশখানি কাঁপ্‌ছে যেন
শ্যামল মেঘের কোলে!
নীচে বিশাল, সিন্ধু সুনীল
বহে' যাচ্ছে চলে'।

তীরের উপর উছ্‌লে ওঠে
দুগ্ধ-ফেনিল ঢেউ!
একা আমি দাঁড়িয়ে আছি ;
নাইরে কোথায় কেউ।

স্নিগ্ধ-মধুর প্রভাত-রবি
মেঘের মাঝে থেকে'
সোণার আলো বৃষ্টি করে!
—নয়ন মোহে দেখে'!

* পাথার-প্রান্তে।

কাচের মত নিথর সিন্ধু
অসীম হ'তে এসে,
আছ্‌ড়ে পড়ে আমার কাছে
আমায় ভালবেসে' !

ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি,
লয় গো তবু মনে—
মহান্ যেন আস্‌ছে ধে'য়ে
দিতে আলিঙ্গনে !

গগনভরা মেঘের কোলে
এই প্রভাতের বেলা
সোণার আলো অঙ্গে মেখে'
কেমনতর খেলা !

(২

ভাব্‌তে গিয়ে এম্‌নি হ'ল—
হৃদয় গেল ভরি',
অঙ্গ আমার শিউরে ওঠে,
নয়ন পড়ে ঝরি' !
আমায় আমি হারিয়ে ফেলে',
চম্‌কে উঠে' দেখি—
এই যে আমি পিঁজ্‌রে ছেড়ে'
বিশ্বভরা,—একি !

(৩)

তক্ষনি সব থ'ম্‌কে গেল।
গর্জ্জে পাথার কেঁপে,-
নেমে' এল প্রবল ধারা
বিপুল গগন ছেপে' !

অনুভূতি

(১)

তখন ঘিরি' পূর্ণ চন্দ্রমাকে
নীল গগনে চকোর কেবল ডাকে !
স্বচ্ছ, সুনীল আকাশপানে চে'য়ে
অশ্রু আমার ঝর্‌ল নয়ন বে'য়ে !

আকার লভি' ফুট্‌ল আমার ধ্যান ;
চরণে তা'র মূর্চ্ছিল সব আশা ;
লুপ্ত হ'ল আজীবনের জ্ঞান,
নীরব হ'য়ে আস্‌ল আমার ভাষা

শ্রান্ত আঁখি কি যে আবেশবশে
সুপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌ল তখন ঢুলে' ;
এলিয়ে এল অঙ্গ তন্দ্রালসে ;
ধীরে কখন্ সকল গেলাম ভুলে !

ধারা।

তলিয়ে আমি গেলাম স্বপন-পুরে !
কি এক প্রেমে ভাস্‌ল আমার প্রাণ,-
জীবন যেন কি এক করুণ-সুরে
মিলিয়ে গেল—যেমন বীণার তান !

গন্ধ যেমন বায়ুর স্রোতে মিশে'
বেড়ায় রসি' ভূমার অসীম কোলে,
ঝর্‌ণা যেমন হারিয়ে সকল দিশে
পাথারমাঝে মিলায় কল-রোলে।

তেম্‌নি আমি হ'য়ে আপন্‌-হারা,
কি এক অসীম আনন্দেরি বুকে—
ঢেউ'এর তালে মত্ত পাগলপারা,
প্রেমের টানে ধাইনু মহান্‌ সুখে !

জ্যো'স্না যেমন ভাসায় আকাশতলে
শান্ত, মধুর, মদির কিরণ-স্রোতে,—
তেম্‌নি আমি সুধার অতল জলে
গেলাম ভেসে' অকূল পারাবারে!

(২)

তন্দ্রা যখন ভাঙ্‌ল ক্ষণেক পরে
চম্‌কে উঠে চিন্‌তে কিছুই নারি;
বিশ্ব যেন নয় রে আমার তরে;
এলাম যেন আপন আলয় ছাড়ি'।

পৃথ্বী যেন আমার তরে নহে,
আপন ও পর চিন্‌তে নারি আমি;
আমার যেন এ সব নাহি সহে;
কোথায় থেকে এলাম যেন নামি'।

ধারা।

অঙ্গ মম ছুঁয়েই, হ'ল মনে—
এ এক যেন বিষম কারা-গেহ ;
আপন জনে চে'য়ে—ক্ষণে ক্ষণে
হইল মনে, আমার নহে কেহ !

এ যেন এক নিঠুর পরবাস,
উদাস আমি পথিক গৃহহারা !
বক্ষ ভেদি' উচ্ছ্বসিল শ্বাস,
নেত্রে মোর মানেই না যে ধারা !

আবাহন

(গান)

১

ওরে— আজকে কেন মাতাল হ'য়ে
বইছে সমীরণ !

ওরে— আজকে কেন পাখীর গানে
উদাস করে মন !

আজকে কেন হরষভরে,
শিউরে' উঠে' গাছের'পরে,
অযুত প্রীতি-কুসুম ফুটে'
আকুল করে বন !

আহা— আজকে একি ভুবনভরা
প্রীতির সম্মিলন !

ও তাই— বইছে যে আজ বিভোর সুখে
মাতাল সমীরণ !

২

এই— শিশির-ভেজা উজ্জল মাঠে,
মন রে আমার মন,
ওরে— লুটিয়ে পড়ে' সকল জ্বালা
কর্ না নিবারণ!

এমন দিনে, আপন ভুলে',
শুধুই সারা হৃদয় খুলে',
বুকের মাঝে বিশ্বেরে কর্
নিবিড় আলিঙ্গন!

ও তোর, আনন্দের এই বিরাট মেলায়
আজ যে নিমন্ত্রণ!
আহা, চল্ না ধে'য়ে বাঁধন ছিঁড়ে'
মন রে আমার মন!

সাঁঝের সুর

আজকে আমার হৃদয় নাচে
—গাছে গাছে!
আজকে যে ওই চাঁদের আলো
নয়নেরে মোর সব ভুলালো!
ওগো আমার সকল-ভালো,
নীরব সাঁঝে
বাদল-ধোয়া ধরায় তব মোহন বিভার
সুরটি বাজে!

আজকে সে সুর নৃত্য করে
—গাছের'পরে।
কল্লোলিয়ে বয় যে নদী,
চলার ঝোঁকে ক্ষিপ্রগতি ;—
সেও সে সুরে মত্তমতি,
আবেগভরে
ঝঙ্কারিয়া, 'ঝিলিক্' মেরে' অঙ্গে-মনে
সে গান করে!

ধারা।

আজকে সে সুর শিউরে নাচে

—ওই যে গাছে!

সুরের পাখী কুলায় হ'তে
সোণায় মোড়া এই জগতে
ভাসিয়ে দিয়ে সুধার স্রোতে
কুঞ্জমাঝে
কতই না ওই করুণ সুরে ওগো মোহন,
তোমায় যাচে!

আমন্ত্রণ

আলোয় ভরা আকাশখানি,
ছাপিয়ে, শুধু সুধার বাণী
উছ্‌লে পড়ে সারাভুবন মাঝ ;
ছল্‌ছলিয়ে ভাবের নদী
এমনি ক'রেই বইছে যদি,
ওরে ও মন, আয় না ধে'য়ে আজ!

আয়রে তবে দু'হাত তুলে',
সব চুকিয়ে, আপন ভুলে',
বাঁধন খুলে,' ঝাঁপ দিবি তো আয়!
ঢেউগুলি ওই অমন ক'রে
ডাক্‌ছে কা'রে পাগল ওরে,
উদাস স্বরে, অথির ইসারায়?

খাম্বা ।

কেমন করে' আপন মনে
ঘুমিয়ে র'বি ঘরের কোণে ?
শ্রবণ ভ'রে শোন্‌রে, এখন শোন্‌—
গগন ছে'য়ে, ক্ষণে ক্ষণেই
কাহার লাগি এই বিজনেই
আস্‌ছে অধীর, আকুল আমন্ত্রণ !

দুপুরে ও নিশীথে

গগন থেকে থর্‌-বিথরে
পদ্মদলের মতই ঝরে
হাঁসের শ্রেণী নদীর চরে
দ্বিপ্রহরে।

শুন্‌ছি যে গান আকাশভরা
দিক্‌-হ'তে-দিক-উদাস-করা,
আতুর যেন কাঁদছে ধরা
আর্ত্তস্বরে ;—

হাঁসের ডাকে ডাক্‌ছি কা'কে ?
ওরে, আমার পরাণটাকে
মানসহরণ ভুলিয়ে রাখে
এমনি করে'।

ধরা তবু পাই না যে সেই
হৃদয়-চোরে
হিয়ার ডোরে !

ধারা।

আমি আপ্‌নাহারা হ'য়েই আছি
তাঁহার তরে,—
ধর্‌ব তাঁরে কখন্, গো সেই
আশার ভরে!
জোনাক্‌জ্বলা ঝোপের ফাঁকে
তাই ভোলামন খুঁজ্‌ছে তাঁকে,
নিঝুম নিশায় ডাহুক্-ডাকে
নয়ন ঝরে।

ধরা কখন পড়্‌বে নিঠুর,
সেই বেদনায় হৃদয় বিধুর ;—
মান্‌তে না চায় বারণ কিছুর,
গুম্‌রে মরে
মুহূর্ম্মুহু আছাড় খে'য়েই
এ পিঞ্জরে
আশার ভরে!

———

মন্দার *

শুভ হাস্য-ভরা মুখ শিশুর মতন,
কিম্বা যেন জননীর স্নেহার্দ্র চুম্বন,
দিব্য লাবণ্যের যেন নৈবেদ্য সুন্দর,
এ যেন গর্ব্বের দৃপ্ত দর্প মনোহর,—
রে মন্দার, বাসনার
এ বিলাস আজি তোর কেন ?
কা'র তরে কুঞ্জ 'পরে
প্রণয়ের পুণ্য স্ফূর্ত্তি হেন ?
রক্তিম সুন্দর ওরে, নন্দনের আনন্দ-দুলাল,
কা'র কর-স্পর্শে তুই হর্ষে হেন হ'লি লালে-লাল ?

---

* 'মাদার' ফুলকে মন্দার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রয়াণ

বন্ধ ছিলাম তটের' পরে
নিঠুর, নিবিড় মায়ার পাশে,
হিংসা যেথায় রাঙিয়ে লোচন
সাপের মতন কেবল শ্বাসে।

গণ্ডী-ঘেরা প্রাচীরগুলোয়
দর্পে হেথা কাঁপিয়ে ফুলোয়,
পরাণ যেথায় আপনি শুকোয়,
স্বার্থ যেথায় সুখটি নাশে ;
—বন্ধ ছিলাম সেই সে কারায়
কঠোর, নিবিড় মায়ার পাশে

হাঁফিয়ে উঠে', ক্ষ্যাপার মতন
ঘুচিয়ে দিয়ে অসার কাজে,
পালিয়ে এলাম বাঁধন কেটে'
তাই এ বিরাট অতলমাঝে।

মোর পিপাসী যুগল আঁখি
সাধ্য কি আর সাম্‌লে রাখি ?—
শোভায় যে আজ নাইরে বাকি
এই এ মধুর সোণার সাঁঝে !
চ'ল্‌ল ভেসে' আমার তরী
এই অসীমের অতল মাঝে।

এখন ভোলা মনটাকে ওই
বিছিয়ে দি'ছি নদীর জলে,
—যেথায় রবির হিরণ-কিরণ
ঝিক্‌মিকিয়ে অমন জ্বলে !
কোন্ সুদূরের কানন থেকে
আকুল কোকিল উঠ্‌ল ডেকে',
সুধার রেখা দেয় যে এঁকে
সে সুর এ মোর মরম-তলে ;
আজ অকূলে ধায় রে কোথায়
আকুল এ মন নদীর জলে !

পরিত্রাণ

সুপ্রসার নদ-বক্ষে তরণীর তরঙ্গ-বিক্ষেপে,
ছলছল, সমুজ্জ্বল, জলরাশি উঠে 'কল' হাসি',
পরিচিত সে কল্লোল পশিল শ্রবণে যবে আসি',
আনন্দ-আগ্রহ ভরে চেতনায় উঠিলাম কেঁপে' !
এই যে জননী মোর নীলাম্বরে আঁখি দুটি তুলি',
নিবিড় কুন্তলরাশি হিরণ-কিরণে মুক্ত করি',
বিশ্রাম-আলসে আজি আছেন বসিয়া—আহা মরি,
কত স্নেহভরে !
মাগো, মা আমার, কারা-দ্বার খুলি'
অভাগা এসেছে তোর—শান্তি-সুধা করিবারে পান।
ওরা মোরে ধরে' রাখে বন্ধ করি' নিরন্ধ্র কারায়,
আসিতে দেয় না ; তাই, আইলাম আজি মা পালা'য়ে ;
মা জননী, তোর কোলে আজি মোর হ'ল পরিত্রাণ !
শুধুই এখন ওই সোণাগালা স্নেহের প্রবাহে
ভেসে যাবে, দয়াময়ি, আর্ত্ত হিয়া এই শুধু চাহে !

পূর্ণিমায়

সুখ-সুপ্ত এ ধরায় মৃদু-মন্দ, মধু বায়
আবেশ বহিয়া আনে ধীরে, অতি ধীরে।
বৈশাখী-পূর্ণিমা নিশা, পরিপূর্ণ দশ দিশা
কি আনন্দ, কি আনন্দ! সুগন্ধি সমীরে
দূর হ'তে আসে বহি' 'কুহু'-ধ্বনি রহি' রহি';
বিশ্ব কোথা ডুবে' গেছে, নাহি যায় দেখা;
জ্যোৎস্না-স্নাত বসুন্ধরা নিবিড় স্তব্ধতাভরা,
—আর কোথা কিছু নাহি, শুধু আমি একা!
অনন্ত অম্বর'পরে ভাব-সমীরণ ভরে,
অসীম অমৃত-সিন্ধু উল্লাসে মথিয়া,
অশ্রান্ত এ 'কুহু' তান তা'র সনে এহি প্রাণ
—দুইটি প্রার্থনা সম চলিল ভাসিয়া!

গতি

কেবল যে ওই নিরবধিই
আপন মনে বইছে নদী,
চায়না কিছুই—লাভ কি ক্ষতি
চলার তরে ;

চলার তরেই এড়িয়ে বাঁধন,
বহাই তাহার আকুল সাধন ;
ঝাঁপ দিতে ধায় শুধুই আপন
পাথার 'পরে।

তেম্‌নি ভুলে' ধরম-সরম,
ছেদন ক'রেই নিয়ম-করম,
বাঞ্ছা জাগে—গোঁয়াই জনম
আবেশভরে ;

মিল্‌ব কবে তাঁহার সনে—
সেই বাসনাই জাগ্‌ছে মনে ;
ভাস্‌ছি গো তাই ক্ষণে ক্ষণেই
এমন করে'
নয়ন-লোরে !

মায়ার খেলা

(১)

দয়াল, আমার শুক্‌ন ফসল-ক্ষেতে
তুমিই তো এই বরুণ-আশীষ ঢালো।
আঁধার যবে মনের গৃহখানি
তুমিই তো তায় অরুণ-প্রদীপ জ্বালো।
জীবন-জোড়া বিরাট্ স্বপনখানি
আড়ালসম দিচ্ছ কেবল টানি';
ধরাই যদি না দাও, হে সাবধানী,
বুঝ্‌তে যে পাই সেই তো আমার ভালো।
হোক্ না তিমির ; আকাশভরা তারায়
ছিদ্রপথেই দেখ্‌ছি যে ওই আলো।

(২)

খেল্‌তে দিয়ে, খামখেয়ালী পাগল,
আপন দানে আপনি লহ ছিনে'।
বজ্র-সাড়ায় ভয় দেখিয়ে, আবার
জো'স্না-নিশায় হৃদয়টি লও জিনে'।

ফুলের হাসে, পাখীর মোহন গানে,
প্রভাত-বায়ে, নদীর তরল তানে,
সুখের প্লাবন জাগিয়ে সকল খানে,
মাতিয়ে তোলো ক্ষণেক হৃদয়হীনে।
কর্ম্ম-কশায় আঘাত ক'রে নিঠুর,
তুমিই আবার কাঁদাও গো সেই দীনে।

(৩)

এমনি ক'রেই সারা জনম সদাই
কর্‌ছ তুমি রঙ্গ-রসের খেলা।
অভিমানের ধার ধারিনে, ঠাকুর,
সইনা যতই ছল্‌-চাতুরীর হেলা,

যখন ডাক, কাছেই ঘেঁসে' আসি ;
আঘাত কর, তাও সে ভালইবাসি ;
কাঁদাও যদি, চক্ষে সলিলরাশি—
বক্ষে তোমায় স্মরি সাঁজের বেলা।
এমনি ক'রেই নয়টি রসের রূপে
মধুর মোদের চ'ল্‌ছে মায়ার খেলা।

———

৬৫

প্রতীক্ষা

উথ্‌লে ওঠে হৃদয় আমার,
সাম্‌লে তা'রে রাখ্‌তে নারি ;
ভালবেসে,' উধাও হ'য়ে,
চায় সে যে'তে পিঁজরে ছাড়ি'

চার্‌দিকেতে আভাস দেখি'
পোড়ার চোখে সলিল ঝরে ;
শুধুই তাঁ'রে প'ড়্‌ছে মনে ;
প্রাণ যে আমার কেমন করে !

জোছ্‌নামাখা উজল রাতে,
শিউলি-ফোটা সোনার ভোরে
উঁকি মেরে' যায় সে আমার
জীবন বৃথাই ব্যাকুল ক'রে।

আকাশ-ঘেরা মেঘের বাহার,—
স্নিগ্ধ-কোমল দিনের বেলা,
হিয়ায় হরণ ক'র্‌তে নিঠুর
আমায় নিয়ে ক'র্‌ছে খেলা।

পাথার মাঝে ঢেউ'এর ফাঁকে,
গগনভেদী গিরির কোলে,
বিশ্বভরা মোহনরূপে
নিতুই এ মোর নয়ন ভোলে!

২

এম্‌নি ক'রে, চেতন হ'রে'
কেবল মোরে কাঁদায় কেন?
আপ্‌না-হারা আকুল আমি,
কি কাজ যাপি' জীবন হেন!

ধারা।

কোথায় গেলে, কেমন করে’
এ জ্বালা মোর জুড়িয়ে যা’বে,
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ছে হৃদয়,—
কোথায় গেলে তাহায় পাবে!

থাকে থাকে আছ্‌ড়ে পড়ে
খাঁচার ভিতর পরাণ মম!
আর বিরহ সইতে নারি!
কোথায় তুমি হৃদয়-রম!

ব্যর্থ আশা

ভাল নাহি বেসেছিলে যদি তবে হায়,
কেন আশা দিয়েছিলে? হৃদয় আমার
বিকল করিয়া, আজি স্বপনের প্রায়
কোথায় মিলায়ে গেলে! ব্যর্থ অশ্রুধার
ঝরিছে নয়নে মোর তোমারে স্মরিয়া;
কোথা তুমি সখা মোর? আজি শুধু এস,
এস শুধু এ নয়নপথে;—চাহে হিয়া
বারেক হেরিতে শুধু! ভাল নাহি বেসো,
ঘৃণা কোরো, তুচ্ছ কোরো, কোরো পদাঘাত,
তা'ও সহি' র'ব সুখে; শুধু একবার
দেখা দাও—এই চাহি। এত অশ্রুপাত,
আকুল এ আর্ত্তি বঁধু,—এই হাহাকার,
এতই মিনতি,—ওগো, কিছুই কি এবে
স্পর্শে না অন্তর তব? পারে না যে প্রাণ

ধারা।

আর এত সহিবারে। ওগো, ভেবে' ভেবে'
কতদিনে এ জ্বালার হ'বে অবসান!
কতকাল হেন ভাবে ওগো প্রিয়তম,
ব্যথাতুর বক্ষ চাপি' যাপিব জনম!

সাধ

বারেক যদি করুণা ক'রেছিলে
দিও না, আর দিও না তবে ফাঁকি !
যে চোখে মম চাহিয়া হেসেছিলে,
সলিলে ভরি' রেখোনা সেই আঁখি !
স্বপনে যদি ক্ষণেক বুকে নিলে,
প্রণয়ভরে চুমিলে যদি মুখ,—
ওগো ও বঁধু, আদর যদি দিলে,
হরিয়া তবে লয়ো না সেইটুক।

কুঞ্জে ফুলপুঞ্জে দিলে দেখা,
সাজায়ে তবে দাও সে আভরণে,
মনের মত ভূষিয়া মোরে একা,—
গোপনে এসো অমিয়-আহরণে !
অরুণে যদি আভাস প্রকাশিলে,
মাধুরী দিয়ে মোহিলে যদি ধরা,
প্রভাতী গাহি' যদি বা কুহরিলে
এসো গো তবে সকল দুখ-হরা !

ধারা।

বরণ-হার বিরচি' মনে মনে,
পরা'ব বলে' বক্ষ চেপে' কাঁদি ;
কোরো না হেলা এ দীন আয়োজনে,—
যা' আছে লহ চরণ ধ'রে সাধি !
যা' আছে, এযে সকলি তব দান ;
আপন দানে আপনি লহ বুঝি' !
সোহাগী ব'লে রাখো এ অভিমান,—
এসো হে এসো বাসনা দিয়ে পূজি।

ওগো ও প্রভু, প্রাণেশ, মন-চোর,
প্রেমের মান বাড়াতে শুধু এসো !
ঘুচায়ে শোক-শঙ্কারাশি মোর,
বিভোর করি' দাসীরে ভালবেসো !

মিনতি

১

সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অমানিশা
আবরি' যখন ফেলিবে গো দশদিশা,
মিনতি—তখন হে মোর পরাণ-প্রিয়,
করুণা করিয়া পথটি কহিয়া দিও।

২

বেদনা যখন জাগিবে মরমতলে,
ভাসিব অধীর তপ্ত আঁখির জলে,
মিনতি—তখন হে মোর পরাণ-প্রিয়,
অভয় কহিয়া চরণে ডাকিয়া নিও।

৩

অবশ হইয়ে আসিবে যখন দেহ,
আপন বলিয়া রহিবে না আর কেহ ;
মিনতি—তখন হে মোর পরাণ-প্রিয়,
বিরহের বাধা ধীরে ধীরে ঘুচাইও !

প্রেমার্চ্চিত

কত ভাল বাসে, হায়—
ক্ষণে ক্ষণে বোঝা যায় ;
পাষাণ গলিয়া অশ্রু ছুটে !
তাঁহারি আহ্বান শুনি'
রহি' রহি' দিন গুণি ;
জীবন-পল্লব পড়ে টুটে।

গগন-গরিমা ধীরে
ডুবিছে অম্বর-নীরে ;
ত্রস্ত পাখী কোথা ছুটে যায় !
শুভ্র দুটি পক্ষতলে
নীল-সিন্ধু মথি' চলে
ডাক শুনি' খুঁজিছে কুলায় ?

৩

কত ভালবাসে, তা'ই
ভাবি মনে। সীমা নাই!
'সীমা নাই' মানি' মরি লাজে!
ব্যাপি' এ বিপুল ধরা,
সকল-সুন্দর-করা
এ সোহাগ, আমারে কি সাজে?

ফুল-পুঞ্জে ফুটি' হাসে,
ভৃঙ্গ হ'য়ে গুঞ্জি' আসে,
আশে পাশে গন্ধ হ'য়ে বহে।
করায়ে কিরণ-স্নান
তুলে ধরে মুখ-খান,—
চাঁদ হ'য়ে শুধু চাহি' রহে!

প্রভাতে শিশির-হারে
দুলাইয়া বারে বারে
ইন্দ্রধনু রচি' তাহে, নাচে!

ধারা।

মেঘ-মন্দ্রে অভিমানী,
আবার বেদনাখানি
বিদ্যুতে চমকি' মোরে যাচে!

ধারায় ধারায় নেমে'
অশ্রু তাঁর মহাপ্রেমে
ধায় নদ-তরঙ্গিনী-ধারে।
বিরহ-প্লাবনে মোরে
এমনি আচ্ছন্ন করে'
নিত্য তাই টানিছে পাথারে!

নাহি রাত্রি নাহি দিবা,—
বঁধুয়া আমারে কিবা—
অনিবার রহিয়াছে ঘিরে!
কভু সুধা-সম্ভাষণ,
কভু পুণ্য পরশন,
আভাস-ইঙ্গিত ঘুরে ফিরে!

৪

ওগো প্রিয়, কিবা চাও ?
পায়ে পড়ি টেনে নাও—
লহ টানি' বুকের মাঝারে !
এত প্রেম-সমাদর
সহে না, সহে না মোর ;
কাঁপে হিয়া এ আগ্রহ-ভারে !

অভিমান

সকল কাজে, সকল ভাবে,
কেমন ক'রে তোমায় পা'বে
পরাণ মম—
তুমিই যদি এমন ক'রে,
ধরাই না দাও সকল হরে'
হৃদয়-রম ?

২

দিচ্ছ কতই নিত্য নব ;
সে সব নিয়েই মুগ্ধ র'ব—
এমন নহি !
দিচ্ছ ব'লেই কচ্ছি দাবি,
পাচ্ছি ব'লেই প্রেমিক ভাবি'
মর্ম্মে দহি !
দিনের পরে দিন চ'লে যায়,—
আর যে ঠাকুর, আশায় আশায়
বাঁচিতে নারি !

বাঁচাও যদি, দাও হে দেখা!
সইতে নারি—বড়ই একা
তোমায় ছাড়ি'!
শুধুই দানের বাহার দেখে',
রইব ভুলে' এ সব যে কে
দিচ্ছে মোরে,—
তেমন ভোলা নইগো আমি।
থাক্‌তে নারি দিবস-যামি'
নেশার-ঘোরে।
মায়ার মাঝে মজিয়ে রেখে'
পালিয়ে যা'বে কেবল ডেকে',—
এ সব রীতি
বহুৎ হ'ল; আজকে খেলায়
সাধ হ'য়েছে—বন্ধু, তোমায়
বারেক জিতি।

৩

হার তো আমার অনেক হ'ল;
এখন হেরে' মাতিয়ে তোল
'দয়াল'-নামে;

ধারা।

দয়াল নাম কাঁপুক গগন,
সিন্ধু দুলুক, নাচুক পবন
বিশ্বধামে!
অসীম টানে আকুল করে',
মাতিয়ে যদি না দাও মোরে
দুঃখে—সুখে,
তবে প্রেমের ধার ধারিনে—
আজো যদি না লও ছিনে'
অভয় বুকে।

অন্বেষণ

এহি, বিশ্বের মাঝে বিয়াকুল প্রাণ
নিয়ত কাহারে চাহে ?
কাহার লাগিয়া, মরে সে কাঁদিয়া
দারুণ মর্ম্ম-দাহে !
গাহে বিহঙ্গ অম্বর ছাপি' ;
সারা হিয়া মোর তাহে উঠে কাঁপি !
সেই গানে হায়, মরি বেদনায়
গুমরি' মরম-মাঝে !
মনে হয়—যেন কত কি যে মোর
সে সুরে লুকানো আছে !

যবে, কুঞ্জ-কাননে, তরু-শাখা'পরে,
অপরূপ গরিমায়
গোলাপের কলি পড়ে ঢলি' ঢলি'
মন্দ-মধুর বায়ে,—

সোহাগ-মুগ্ধ আগ্রহভরে
ছুটে যাই কাছে ; পরম আদরে
যেই তুলি তা'রে, মুঠির মাঝারে
অমনি পড়ে সে ঝরি' !
নিরাশা-দিগ্ধ পরাণ তখনি
ওঠে হাহাকার করি' !

৩

হেথা, যেখানে যা' কিছু আছে অভিরাম,
তা'রেই এ প্রাণ চায় ;
যেন কি আভাসে, অধীর দুরাশে
—'ওই ওই' বলে' ধায় !
হেরিলে কাহারে মনের মতন,
বুকে তুলে লয় করিয়ে যতন ;
যত চেপে' ধরে বুকের উপরে,
ততই জ্বলিয়া মরে ;
"ওগো, এ তো নয়,—এ তো নয় !" বলে'
কাঁদে সে আর্ত্তস্বরে !

৪

শুধু, এমনি করিয়া ব্যর্থ আবেগে
ফিরি আমি দিবানিশা !
চলে'ছি কোথায়, কি যে চাহি হায়,—
করিতে পারি না দিশা' !
হে মোর তৃপ্তি, ওগো অজানিত,
হে চিরন্তন, চির-বাঞ্ছিত,
আর কতদিন হেন উদাসীন,
ফিরিব পাগলপারা ?
ওগো, দাও দরশন হে হৃদি-রমণ,
মুছাও নয়ন-ধারা !

নববর্ষে

১

এসেছে মোহন বরষ নূতন ! নব গৌরবে সাজি',
মরি, চারিধারে একি এ অতুল বিকশিছে রূপরাজি।
অবনীর মাঝে, একি উৎসাহ রাজে !—
অম্বরতলে তুলি' হিল্লোল শুভ আগমনী বাজে।
কুঞ্জ-নিবাসে পাদপপুঞ্জে একি রোমাঞ্চ হেরি ;—
মুঞ্জরি' আজি উঠেছে অতীত মুগ্ধ মেদিনী ঘেরি' !
আজি যা' নূতন, এ যে পুরাতন ! হে চিরন্তন মম,
অনাদি কালের চক্রের মাঝে তুমি যে কেন্দ্রসম !

২

এ মহাবিশ্বে কালের চক্র ঘুরিতেছে দিন-যামী,
তুমি তা'রি মাঝে মহান কেন্দ্র অন্তরতম স্বামি !

ধাপ্পা।

পুরাতনে আজি কোথা নিয়ে গেলে দূরে ;—
আবার কখন্ কোন্ অপরূপে ফিরে' সে আসিবে ঘুরে' !
নব-পুরাতন-মন্থন ধন, তুমি অদৃশ্যে রহি',
কেন্দ্রের সম চক্র-কুহকে মোহিয়া রেখেছ মহী !
ওগো নিষ্ঠুর, এমনি ক'রে কি ধরাই দিবে না কভু ?
বড় আশে যে গো সেজেছে প্রকৃতি তোমারে লভিতে প্রভু !

লীলা

মনটি আমার রাতের মত আঁধার।
সেই আঁধারে একটি গীতিই ওঠে।
তপন আবার ল'য়ে প্রভাত আশার,
—কোমল-কম, কমলসম সোনার,—
মানসরূপী তমসকোলেই ফোটে!

প্রভাত যখন হয়,
সোনার আশার আলোকময়,
তখন এ মন কেমন করে'ই একে
অন্তবিহীন দেখে;
কতই না রঙ্, কতই যে ঢঙ্, কতই রকম সে যে,—
বহুরূপী সেজে',
কাছে আসি', পরশ দিয়ে কতই না ভাব ফুরে
—সারাটি দিন জুড়ে',—
হাসায় হাসে, কাঁদায় কাঁদে, বিরূপ হয়ে'ই সাধে!
ওরে, এম্‌নি ফাঁদে
নানান্ পাকে জড়িয়ে আমায় নানান্ ছলেই বাঁধে!

তারপরে সেই সাঁঝে,—
সব কোলাহল যখন কেবল রঙীণ হ'য়েই রাজে,
নীরদরূপে রুধির-রাগে স্বপ্ন-সায়র সাঁতুরে ভাগে
ভাবের রাশি যখন গগনমাঝে,
ব্যাকুল বেগে অসীম পানে ধায় গো তা'রা অধীর টানে;
একতারাতে কি গান তখন বাজে?
সে গান শুনে ধরার বুকে যতেক বিরোধ যায়রে চুকে,
গুটিয়া আসে জালটি তখন ধীরে;—
ঝাঁপিয়ে পড়ে সে গান শুনে ক্রমে কুহক-মন্ত্র গুণে
অনেক এসে একের তিমির-নীরে!
আঁধার এ মোর মনটি তখন লভে সাধের সাধ্য রতন;
সে যে কেমন, কেমন করে' বলি?
এম্‌নি করে' আপন ভুলে' আনন্দেরি তুফান তুলে'
আঁধার-পাথার মন্থি' শুধুই চলি।
কোথায় যে যাই, পাই না দিশা! এমনি ক'রেই দিবস নিশা
সুধার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
—অন্তবিহীন, শ্রান্তিহারা এ রঙ্গ তা'র কেমন ধারা?—
ধ'র্‌তে গেলেই মুচ্‌কে হেসে' পালায়!

আগমনী।

(গান)

এই, দুনিয়ার 'একতারা'য় কেবল
তোমার আগমনীই বাজে!
তাই, উচ্ছ্বসিয়া উঠ্‌ছে হিয়া
সেই পুলকে সকাল সাঁজে!

ফিরাই আঁখি যে দিক পানে
চম্‌কে উঠি আপন প্রাণে!
ধরাই দেওয়ার ভাণ ক'রে নাথ,
পালিয়ে যে যাও মায়ার পাছে।

দয়াল তুমি, এই ছলনা—
একি প্রাণেশ, তোমায় সাজে?
আর কত কাল এমন ক'রে
লুকিয়ে র'বে হৃদয় হরে'?

শুধু ছুঁয়ে' গেলে চলবে আজ
—মূর্ত্তি ধর মরম মাঝে!
আহা, ছুনিয়ার 'একতারা'য় ঠাকুর,
তোমার আগমনীই বাজে!

রথযাত্রা

মানবের মনো"পুরী" মাঝারে মরি রে—
একি দৃশ্য হেরিলাম! আজি অশ্রুনীরে
গলিয়া পড়িছে মুগ্ধ নয়ন আমার!
অঙ্গ মোর শিহরিছে—এ কি চেতনার
অপূর্ব্ব আলোক লভি'! আজি এহি প্রাণ
ক্ষণে ক্ষণে কি আনন্দে হয় কম্পমান,
কেমনে বুঝাব তাহা? হেরিলাম আজ—
মানবের মনোরাজ্যে, রাজ-অধিরাজ,
এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র গতি,
জগতের নাথ যিনি, সৃষ্টির সারথি,
ধরা দিয়াছেন আসি' ভকতের রথে
প্রেম-পাশে বদ্ধ হ'য়ে। এ বিশ্ব-জগতে
নিত্য সেহি দিব্য রথ নৃত্য করি' চলে;
চমকিছে সৌরলোক তা'রি চক্রতলে!

আত্ম-বোধ

তোমারে পাই না ব'লে সদাই পাইতে চাই।
লভিলে তোমারে নাথ, বিশ্বে আর কিছু নাই!
তখন, এ জলে, স্থলে, আকাশে—শুধুই আমি
তোমারে আপনা মাঝে হেরি নিত্য দিনযামী!

ভ্রান্তি-বিনোদ

পঙ্কেরে ছানিয়া তবে মেলে পদ্ম-ফুলে
তেমনি সত্যেরো জন্ম সন্দেহে ও ভুলে
এ জীবনই শেষ নহে ; এ যে শুধু খনি !
খুঁড়িলে অনেক মাটি, পরে পাবে মণি !

জ্ঞান

সুখেরে খুঁজিয়া কভু লভি নাই সুখ,—
জাগিয়াছে ব্যথা লক্ষ-শরা।
প্রেমেরে বরিতে যবে পাতিলাম বুক,—
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ ধরা!

সে

সুন্দর কহিতে তা'রে চোখে আসে জল !
সে শুধু সুন্দর নহে, সে যে রে নির্ম্মল !
তাহারে পড়িলে মনে,—এ আঁধার হিয়া
আনন্দ-উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে উদ্‌ভাসিয়া !
লভিলে তাহারে কাছে, বিশ্বের মাঝার
সবি হেরি বিমোহন, সবি আপনার।
সে যে হৃদয়ের ধন, মানসী সাধনা,
সে যে অসীমের রশ্মি, অনন্তের কণা !

জোয়ার

অজানা আলয়ে পিক চমকিয়া চারিদিক,
রহি' রহি' গাহে গান চিত-সম্মোহন ;
কোথা ফুটিয়াছে ফুল, তা'রি বাসে বিয়াকুল,
আসিছে বহিয়া স্নিগ্ধ, সুগন্ধি পবন !
স্নান করি' চন্দ্র-করে, মৃদু সমীরণভরে
সুখাবেশে শিহরিছে তরু-পত্ররাজি !
উছলিছে অশ্রু-ধার, পারি না রোধিতে আর ;
উথলিছে হিয়া মোর প্রেমানন্দে আজি !
এমন সুন্দর নিশা,— জ্যোৎস্না-স্নাত দশদিশা,
মরি, মরি যেন—এক বিচিত্র স্বপন !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেঁপে উঠি থাকি' থাকি' ;
কোন্ অতলের তলে হই নিমগন !
তাপ-দগ্ধ ধরণীরে স্নিগ্ধ করি' প্রেম-নীরে,
এল আজি চরাচরে আনন্দ-জোয়ার ;
গেল—দূরে গেল ভাসি' সকল মালিন্যরাশি
অম্লান লাবণ্যে পূর্ণ অখিল সংসার !

নাম

এই বিচিত্র বিশ্ব গাঁথা
নামের হারে!
তাই ত ভাবি—নইলে কে আর
চিন্‌ত কা'রে!
আঁধার ছে'য়ে মিলায় যখন
বিশ্ব-ছবি,
মলিন মহী করুণ শ্বাসে,
—কোথায় 'রবি'!

রবিরে আর চিন্‌ত কি তা'র
নামটি বিনে?
নামের রূপেই আপন-পরে
সবাই চিনে।
নামটি যখন শুনি তখন
পাই যে নিজে,
নামটি ছাড়া জান্‌ত কি কেউ
আপ্‌নি কি যে?

আপন-পরে অখিল ভরে'
এম্‌নি ভাবে
সবাই যে রে বাঞ্ছিতেরে
পা'বেই পা'বে।

আজকে গো তাই, 'কোথায় তুমি'—
ব'ল্‌তে গিয়ে,
তাই তো তোমায় ডাকি—'দয়াল'
নামটি নিয়ে!

একটি সাধা তারেই তোমার
নামটি করে,
সব রাগিণী সেই স্থরেতেই
ঝাঁপিয়ে মরে!

জীবন জুড়ে' একটি স্থরেই
বাজ্‌লে কেন?
একটি শকৃতি-স্থতায় বিশ্ব
গাঁথ্‌লে হেন?

ধারা।

একটি তারেই কি গান যে গাই—
পাই না দিশা ;
এমনি করে'ই গোঁয়াই জীবন
দিবস-নিশা।

স্বপ্নে হেরি—নাই যে দেরী,
একটি নামে
আপ্‌নি এসে পূরাও হেসে'
মনস্কামে !

নামের মাঝে মোহন সাজে
বারেক এসে,
নিজেই আবার লুকাও কেন
মুচ্‌কে হেসে' ?

জীবন চলে নামের বলেই
অতল-তলে,
আনন্দের সে সিন্ধু-বুকেই
রতন জ্বলে !

নামটি তুলি বুকে, ভরে
নয়নখানি,
দ্বন্দ্বরাশি লুটায় চরণ-
শরণ মানি’!

একটি সুরে নিখিল জুড়ে’
ঝঙ্কারিয়া,
মিলাই আমি জীবন-স্বামি,
তোমায় নিয়া!

তখন তুমি অঙ্গে আমার
পুলক হান’,
ওগো মোহন, এতও রকম
রঙ্গ জান!

আধ’-আধ’ অস্ফুট ভাষে
তখন খালি
নামটি তব স্মরি, আর যে
নয়ন ঢালি!

ধারা

নামের রূপে যখন ফোট
তখন, তখন
সে যে কেমন, কইতে নারি
হৃদয়-রমণ !

কইতে বচন, হার মেনে' যাই !
তখন তুমি
আদর কর' কতই আমার
ললাট চুমি' !

সেই সোহাগে সরম লাগে,
তাই তো সে সব
কইতে নারি, আপন ভাবেই
রই যে নীরব !

সাধন-ভজন নাই গো আমার—
ভরসা কিছুই ;
কেবল নামের জালটি বুনি,
তাইতো বিছুই !

জীবনমাঝে জনম লভি',
নামের জোরে
ধর্‌ব তোমায় কুটীর-কোণায়
এম্‌নি করে' !

পালিয়ে র'বে সাধ্য কি আর
'আমায় ফেলে' ?
এই যে তুমি ডাকটি দিতেই
শুন্‌তে পেলে !

জীবনমাঝে নামের বলেই
জনম মেলে।
সেই কাছে মোর এলেই যখন,
ঐ—নামেই এলে !

হিমালয়

কবে কোন্ অতীতের বিস্মৃত দিবসে
বিশ্ব-শিব শঙ্করের চরণ-পরশে,—
তাণ্ডবের সে তন্ময় উন্মাদ-নর্ত্তনে,
একদিন আচম্বিতে, আনন্দ-কম্পনে,
উদ্দাম উল্লাসে, মোর মৌন মা-ধরণী
তরঙ্গিয়া মহোচ্ছ্বাসে নাচিলা অমনি!

সে অবধি হে হিমাদ্রি, আজো সেই কথা
প্রচারিছ; মুখে তব প্রগাঢ় স্তব্ধতা
ধ্বনিয়া উঠিছে নিত্য! সে সঙ্গীত শুনি'
বৈরাগী-সন্ন্যাসী কত, কত ধ্যানী-মুনি
কৃতার্থ করিয়া নিল নশ্বর জীবন
সার্থক সাধনে! ওগো মৃত-সঞ্জীবন,
হে অতুল আনন্দের প্রচণ্ড স্পন্দন,
ও সুধা-সঙ্গীতে হিয়া হ'ল নিমগন।

অচলালয়

১

তোমায় নিয়ে বাঁধ্‌ব হে ঘর
এই বাসনা জাগ্‌ল মনে—
(ওগো) আমার মাণিক, ভাব-সেঁচা-ধন,
গিরির বুকে—এই বিজনে!
যেথায় ধরা ধর্‌তে গিয়ে
উথ্‌লে ওঠে উল্লসিয়ে;
অন্তবিহীন হাত বাড়িয়ে
চায় গো তোমায় পরাণপণে,-
তোমায় নিয়ে বাঁধ্‌তে বাসা
জাগ্‌ল আশা সেই বিজনে।

২

আকাশভরা যেথায় তোমার
মহিমার ওই দীপ্তি জ্বলে,
পুলকভরা বিজয় গানে
যেথায় নিঝর উছ্‌লে চলে,

ধারা।

পাখীর মুখে কচিৎ যেথায়
কান্না বুকে বাজিয়ে দে' যায় ;
হাল্কা হাওয়া নিঝুম নেশায়
কেবল দু'চার খবর বলে,
শূন্য যেথায় পূর্ণ হ'য়ে
স্বরূপ রূপেই মর্ম্মে ফলে !

৩

আনন্দের এই বিরাট নিলয়
নীল নভসেই আঁক্‌ড়ে ধরে ;
মেঘের মোহন ওই মেখলা
মা-মেদিনী যেথায় পরে ;
কিরণ-বাসে জড়িয়ে দেহ
হাসে যেথায় মায়ার স্নেহ ;—
কদমতলায় বাঁধ্‌তে গেহ
সেই সে কোণে,—এ অন্তরে
সাধ জেগেছে আজ গো আমার,
সান্ত করি অনন্তরে।

৪

তৃণের যেমন কঠিন বাঁধন
এই এ মহান্ অচল সনে,
তেমনি তোমার চরণ-তলায়
বাঁধ্‌ব আমায় কুটীর-কোণে।
মিটিয়ে নিয়ে দায়ের ভোগে,
চুকিয়ে দিয়ে মোহের রোগে,
মিল্‌ব আমি অচল যোগে
এমনি ভাবেই আপন মনে,—
তৃণের যেমন অটুট বাঁধন
গগনভেদী ভূধরসনে।

ভোলা

(গান)

আমি বেড়াই নেশার ঘোরে !
আমি যেই দিকে চাই, শুধুই সবাই—
(আমায়) দেয় যে পাগল করে’ !
এই, কিরণ-ভেজা রঙীন রাতে,
কিবা, কমল-ফোটা কোমল প্রাতে
ও সেই ছদ্মবেশীর সাথে সাথে
বেড়াই ভুবন ভরে’ !
আমি খুঁজ্‌তে না চাই, বুঝ্‌তে যে পাই ;
(শুধু) রাখ্‌তে নারি ধরে’ !
আমি বেড়াই নেশার ঘোরে !

মাণিক, নিদ্‌-সায়রের তলায় দেখি ;
ও তাই, আসল ছেড়ে’ ছুঁই না মেকি !
(ওরে মন, ও ভোলা মন !)
আমি, এম্‌নি করে’ই বাইব তরী,—
যদি অবশ হ’য়ে ডুবে’ই মরি !

ওগো,　　　　সেই আশাতেই বাঁধন-দড়ি
　　　　　　　　কাটিয়ে এলাম সরে' !
এখন,　　　　কেবল মাতাই　আকাশ-ধরায়
　　　　　　উধাও গলার জোরে !
　　　　　　আমি বেড়াই নেশার ঘোরে।

সার্থকতা

যে পবনে ফুটে' আঁখি প্রসূনকলির
সেই বায়ুভরে পুনঃ পড়ে সে ঝরিয়া,
যেই রবিকরে হাসে প্রভাত-শিশির,
তাহে পুনঃ, ধীরে সে-ই যায় যে মিশিয়া !
তেমনি হে প্রিয়তম, তোমারি প্রভায়
বিকশিয়া উঠিয়াছি উজ্জ্বল, নবীন ;
তোমারি প্রীতির মাঝে,—আজি এ জ্যোৎস্নায়
আনন্দ-বুদ্বুদ সম হইতে বিলীন !

মুগ্ধ

নিমেষহারা নয়ন মেলে'
ও রূপ করি পান।
দেহ আমার শিউরে ওঠে,
উথ্‌লে ওঠে প্রাণ!

আলিঙ্গনের তরে যখন
বক্ষে চেপে ধরি,
কি যে অসীম অতৃপ্তি এ
মর্ম্মে ওঠে ভরি'!

একি কুহক তোমার মাঝে?—
যতই ভালবাসি,
গভীরতর অভাব তত
বিভোর করে আসি'।

ওগো আমার লোচন-আলো,
ওরে পরশমণি,
ওগো আমার পাগল-করা,
সকল সুধা-খনি,

ধারা।

তোমার মাঝে লুকিয়ে, 'তুমি'
মোরে আকুল করি',
কোথায় থাক, পাইনে দিশে ;
কেবল খুঁজে মরি!

বুক-জুড়ানো মাণিক আমার,
কখন দিবে ধরা ?
সেই দুরাশে রইছি বেঁচে
ওগো চেতন-হরা!

কতই কথা কই যে ; তবু,
অনেক থাকে বাকি
তাইতো কথা ব'ল্‌তে গিয়ে
অবাক্‌ হ'য়ে থাকি!

নিরাশার আশা

যতই চাহি ভরি পূজার ডালি,
ততই আবার আয়োজনের ঘটা ;
অর্ঘ্যতরে যতই করি খালি,—
কুঞ্জে আবার তেম্‌নি রূপের ছটা !

যতই পূজি, সাধ মেটে না তবু ;
যতই তুলি, ফুরায় না যে ফুল ;
পাই না বলে'ই আশ নেবে না কভু,
আশার আশেই হাসে কুসুমকুল !

পাই না ব'লেই সদা পরাণ সাধে ;
নাও না ব'লেই দেওয়ার স্পৃহা জাগে ;
দাও না ধরা ; তাই, তো হৃদয় কাঁদে,
—তবু আমার এও তো ভালই লাগে !

ধারা।

ধরাই যদি দাও গো বারেক, তবে
ফুলবাগানের ফোটাই যে সার হ'বে!

তা'র চেয়ে নাথ, এমনি ভাবেই থাক,-
নিরাশ করে'ই আশায় জীয়িয়ে রাখ!

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক

অরুণ

(মূল্য ॥০, আট আনা মাত্র।)

"অনেকদিন পরে প্রাণের কবিতা পাঠ করিয়া আমরা সত্য সত্যই শান্তিলাভ করিলাম।"—বসুমতী।

"কবির মৌলিকতা মৃগনাভির মত সৌরভ-সম্পৎশালী"—প্রতিবাসী।

"A dawning genius".—*Amrita Bazar Patrika.*

"Who is to be the poet of regenerated India? To the young poet whose verses we are reviewing we can offer no nobler carreer or one more worthy of the gifts of which there is so much evidence in the book before us. The style of the author is simple & sonorous & his thoughts pure & elevating."—*Bengalee*,

"It will live; for it is verily 'a thing of beauty.'—*Indian mirror.*

"দেবকুমার দেবশিশু, কাব্য-রাজ্যের অনিন্দিত স্ফুট কুসুম। * * * গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল!"—নব্যভারত।

দেব-দূত

(মূল্য ॥৹, আট আনা মাত্র।)

"চমৎকার" !—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

"এমন সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় ত নিতান্তই বিরল। যে কোন সাহিত্যের পক্ষে এ কাব্যখানি পরম সম্পৎরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।"—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

"* * It is indeed a wonderful production! I consider it a glory & pride to our Bengalee literature. * *"—কবি ৺বরদাচরণ মিত্র।

ব্যাধি ও প্রতিকার (গদ্য)

(মূল্য ॥৹, আট আনা মাত্র।)

"* * পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি ! আপনি কাছে থাকিলে আপনাকে বুকে লইয়া এ জীবনের এক অভূতপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। আপনি যথার্থই দেব-কুমার। এমন দেবকুমার বঙ্গদেশে তো আর নাই, অন্য দেশে আছে কি না জানি না।"—নবীনচন্দ্র সেন।

"* * গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার রিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন ;—তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ব্যাধি ও প্রতিকার' সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা অবক্তব্য। কারণ সেটা একটা স্তবের মত শোনাবে। * * পরবর্ত্তী যুগের তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌লাম।"—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

"ভাষা ও ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"—অশ্বিনী কুমার দত্ত।

"* * কাব্যরসের সহিত রাজনীতি-রসের একত্রাবস্থিতি সামঞ্জস্যের সহিত ঘটিতে পারে আপনি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। * *"—রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

বাহুল্য অনাবশ্যক।

এই সব পুস্তক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সান্স্, (২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা) ও "ধারা" গ্রন্থের প্রকাশকের নিকটে প্রাপ্তব্য।